দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... MAY 11 1999
পৃঃ ... কলাম

প্রকৌশলী তাণ্ডব

কায়সুল হক

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কোন্ প্রাচীনকালে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা না থাকলেও গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কেমন ছিল তা কিন্তু জানা আছে। গুরু ছিলেন পরম পূজনীয় আর শিষ্য গুরুর সমস্ত আদেশ নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নিত তা যতই কঠোর হোকনা কেন। এই উপমহাদেশে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল। জ্ঞানার্জনের জন্য শিষ্যকে গুরুগৃহে শুধু অবস্থানই করতে হত না, গুরুর চটি মোছা, তামাক সাজা থেকে যাবতীয় গৃহস্থালি কাজ সম্পন্ন করতে হতো। টোলে, আশ্রমে, আস্তানায় পড়ে থেকে গুরুর পদসেবা এবং সন্তুষ্টির মাধ্যমেই জ্ঞানার্জন ছিল শিষ্যের চরম লক্ষ্য। পিতামাতা সন্তানকে গুরু হস্তে অর্পণের পর নিশ্চিত থাকতেন তার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে। সমাজের চোখে এই গুরুগণ ছিলেন এক একজন সাক্ষাৎ দেবতা। ধনী ব্যক্তি, রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমরাহরা গুরুকে এনে রাখতেন দরবারে অথবা জায়গির দিয়ে ব্যবস্থা করতেন নিশ্চিত জীবনযাপনের। কিন্তু গুরুর সম্মান? সেটাতো ঐতিহাসিক উপাখ্যান হয়ে আছে দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেব আর সম্রাট তনয়ের ওস্তাদের কথোপকথনের মধ্যে। সেদিন তো সত্যিই চির উন্নত হয়েছিল শিক্ষাগুরুর শির।

শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর, দ্বিতীয় জন্মদাতা। পিতামাতা সন্তান জন্ম দেন, শিক্ষক তাকে মানুষরূপে গড়ে তোলেন। গ্রামের মক্তব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষকই এই শিক্ষক শ্রেণী। পিতামাতার পর শিক্ষকই ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত বন্ধু, ঘনিষ্ঠজন। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটি অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বন্ধুত্বের। কোন অবস্থাতেই শত্রুতার নয়। ছাত্র-শিক্ষক পরস্পর পরিপূরক কখনোই প্রতিপক্ষ নয়। শিক্ষক ছাত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী, পথ প্রদর্শন, সন্তানতুল্য মমতায় আবারিত রাখেন ছাত্রকে। অনাধিকাল থেকে চলে আসছে এই ধারা। এই ধারাপথেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শহীদ হয়েছেন ডঃ জোহা, পাক মিলিটারির উদ্ধত বেয়নেটের ছোবল থেকে প্রিয় ছাত্রদেরকে রক্ষা করতে পেতে দিয়েছিলেন আপন কক্ষ।

কেমন চলছে এই ধারা- বর্তমানে আমাদের এই সোনার বাংলাদেশে? না আমি অবশ্যই আশা করি না যে অবক্ষয়ের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে এই সম্পর্ক থাকবে সম্রাট আলমগীরের যুগের স্তরে। তবুও কতটা অবক্ষয় ঘটেছে এই সম্পর্কের? এটা অনুধাবন করার জন্য চলুননা আমরা বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একটু ঘুরে আসি।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) আমাদের একটি অতি গর্বের বিদ্যাপীঠ। দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনশেষে দক্ষ প্রকৌশলী হয়ে তারা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনির্মাণ এবং পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট অবদান রাখবে এই আমাদের ...

... বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে- সমর্থন আসে ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং ইউকসুর নেতৃত্ব থেকেও। ২৫/৪/৯৯ইং তারিখ দিবাগত রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির প্রাথমিক মহড়া হিসেবে ছাত্ররা পুরকৌশল, যন্ত্র ও তড়িৎ কৌশল ভবনের জানালার কাঁচ ভাঙচুর করে। পরের দিন কর্তৃপক্ষ তাদের অনড় অবস্থানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার পরই ঘটে পরিকল্পিত তাণ্ডব।

২৬/৪/৯৯ইং তারিখ রাতে ছাত্র সংগঠনগুলো মিটিং করে গোপনে। রাত ১১টার দিকে ছাত্ররা শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় ঢুকে মেইন সুইচ অফ করে আলো-আঁধারির চরম ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শত শত ছাত্র স্লোগান, অশ্লীল গালাগালি, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, ভাঙচুর প্রভৃতি তাণ্ডবে মেতে ওঠে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২৩ ও ২৪ নং আবাসিক ভবন এবং ৪টি গাড়ি। আহত হন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসিব মোহাম্মদ আহসান। এই ঘটনায় শিক্ষক ও তাদের পরিজনরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং অনেকেই কান্না জুড়ে দেন। ২৮/৪/৯৯ ইং তারিখ জনকণ্ঠের রিপোর্টে লেখে "শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা থেকে উচ্ছৃংখল ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ফিরে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনগুলোতে হামলা শুরু করে। কাউন্সিল ভবনে ৭টি কম্পিউটার ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়। পেট্রোল বোমা ছুড়ে আগুন দেয়া হয় একটি কক্ষে। এই ভবনের একটি কক্ষও অক্ষত নেই। পুরকৌশল ভবন, যন্ত্র ও তড়িৎ কৌশল ভবনসহ ক্যাম্পাসের কোন ভবনই ছাত্রদের আক্রোশ থেকে রেহাই পায়নি। মঙ্গলবার সরেজমিনে ঘুরে দেখার সময় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে হচ্ছিল ধ্বংসস্তূপ। বিশ্ববিদ্যালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২৫ লাখ টাকা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "ছাত্রদের হামলার সময় পুলিশ ক্যাম্পাসে শহীদ মিনারের কাছে প্রধান রাস্তায় অবস্থান করলেও উচ্ছৃংখল ছাত্রদের বাধাপ্রদান বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে বিরত করতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল।"

আমাদের দেশে পাহাড়ি অঞ্চলে হঠাৎ হঠাৎ দলে দলে মত্তহস্তি লোকালয়ে নেমে আসে, ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে ওঠে ধ্বংস করে দেয় ঘরবাড়ি, মাঠের ফসল, একসময় বর্গীর আক্রমণে ধ্বংস হতো আমাদের লোকালয়, কান্নার রোল উঠতো ঘরে ঘরে। আজো বর্গীর ভয় দেখিয়ে ঘুমপাড়ানির গান গাওয়া হয়। বাংলাদেশের কোন ছড়াকার বুয়েটে আমাদের মেধাবী ভাবি প্রকৌশলীদের ধ্বংস তাণ্ডবের কলাকৌশল নিয়ে যদি একটি যুৎসই ছড়া লিখেন তবে ভবিষ্যৎ বংশধর তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

ইউকসু ও ছাত্রসংগঠনগুলো মঙ্গলবার উপাচার্য ডঃ নূরুদ্দিন আহমদের সঙ্গে দেখা করে চার দফা দাবি পেশ করে। এই চার দফা দাবি হল দীপুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার, পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আজাদুর রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার; ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক শামীম জেড বাসুনিয়ার পদত্যাগ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। পত্রিকার খবরে প্রকাশ ছাত্রদের এসব দাবি শুনে হতভম্ব উপাচার্য ক্ষোভে কেঁদে ফেলেন ছাত্রদের সামনেই।

বুয়েটের উপাচার্য ডঃ নূরুদ্দিন আহমদের এ প্রকাশ্য কান্না আজকের বাংলাদেশের সকল শিক্ষকের রুদ্ধ কান্নার বহিঃপ্রকাশ। মাধ্যমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে কত অসহায়, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যে কতভাবে নিগৃহীত, এক একটি পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা যে অগুন্তি ট্রাজেডি ঘটাতে পারে তা মর্মে মর্মে টের পান শুধু অকুস্থলে অবস্থানকারী ভুক্তভোগীরাই। বুয়েটের ঘটনার পরবর্তী অবস্থা থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা মর্মোদ্ধার করুন সুধী পাঠক। অপরাধী এবং বহিষ্কৃত ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবির সাথে সাথে যদি শিক্ষকের বহিষ্কারাদেশ দাবি করা হয়, ইউকসু এবং ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে,তবে অসহায় উপাচার্যের কান্না ছাড়া আর কিইবা করার থাকতে পারে!

বহিষ্কৃত ছাত্র দীপুর বহিষ্কারাদেশ বাতিল করতে হবে। ছাত্রনেতাদের দাবি তাকে 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড' দেয়া হয়েছে। সত্যিই তো বেচারা এমন কি অপরাধ করেছে? না হয় প্রেয়সীর পক্ষে প্রক্সিই দিয়েছে। প্রেয়সীর জন্য যেখানে সিংহাসন ত্যাগ করা যায়, তাজমহল তৈরি করা যায়, প্রাণও দেওয়া যায় সেখানে প্রক্সি এতো নস্যি। না হয় এই প্রক্সি প্রকৌশলীদের বদৌলতে আমাদের নির্মাণাধীন ভবন হেলে যাবে, পুল ধসে যাবে, বিদ্যুতের টাওয়ার পড়ে যাবে- তার ছিঁড়ে যাবে, বাঁধ উড়ে যাবে। রাস্তায় গর্ত হবে, চাকা বন্ধ হবে, অর্থনীতি ধ্বংস হবে; লাখো-কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে কি? সেতো সেরা বিদ্যাপীঠের সেরা ছাত্রদের একজন, দেশের ভবিষ্যৎ রত্ন, তাকে বহিষ্কার!

বহিষ্কার করতে হবে পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আজাদুর রহমানকে। শুধু এইটুকুন দাবি? তিনি যে

ইমপারসোনেশন-এর ত
মহাপাপ করেছেন তার
মাটিতে বসে অবনতম
প্রকাশ্যে ছাত্রছাত্রীদের ক
করতে হবে না? ২৭
জীবনে নৈতিকতার সঙ্গে
বলে বিংশ শতাব্দীর শে
বাংলাদেশের এই নি
নৈতিকতাকে জড়িয়ে থা
বহিষ্কৃত হওয়ার দাবির
হবে। দিনের পর দিন,
বছরের পর বছর এমনি
২৭টি বছর যিনি পরম য
পরম স্নেহে হৃদয়ের স
সকল ভালবাসা দিয়ে
ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জ্ঞানের
করেছেন; নিশ্চয়ই যার
আজ জীবনের বিভিন্ন
প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষকতা জীব
এসে সেই লোকটির
প্রাপ্য- তার নিজের ছাত্র
যাদের বয়স তার শি
চেয়েও অনেক কম? অ
ছাত্রদের কারো কারো
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন এই
প্রাক্তন ছাত্র। তাদের কাছে
তারা কিভাবে মেনে নি
ঘটনাটি? ঘটনার সাথে জ
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
ঠিকইতো তাদের বিরুদ্ধে
কেন? তারাতো সরকারে
করেছে এতে উপাচার্য
মাথাব্যথা কেন? আর
আক্রমণ- এটা কি কোন
পড়ে? বুয়েটে ছাত্রদের
পরিমাণ আনুমানিক ২৫
ক্ষতি কার? অবশ্যই এ
হতদরিদ্র জনগণের। কে
ক্ষতিপূরণের অর্থ? দেশের
হিসেবে আমার দা
অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের
কাছে থেকে উসুল করার
এই অর্থ। এতে তাদের।
এবং তাদের সন্তান
তৎপরতায় বুৎপত্তি অর্জনে
২ ইঞ্চি স্ফিত হবে।

আমাদের মাননীয়
বেশ সাহসী এবং শু
বলছেন, আমরা জানি বে
কম কম কাজ করা
ব্যর্থতাকে ঢাকা এদেশে
অপকালচার। আশা করি
ব্যত্যয় ঘটাবেন এই অপ
কর্তৃপক্ষ নাকি ধ্বংস

...জ স্রোত হারিয়ে মরা নদে পরিণ...
...ধারা। দেখলে নদী বলে মনেই হ...

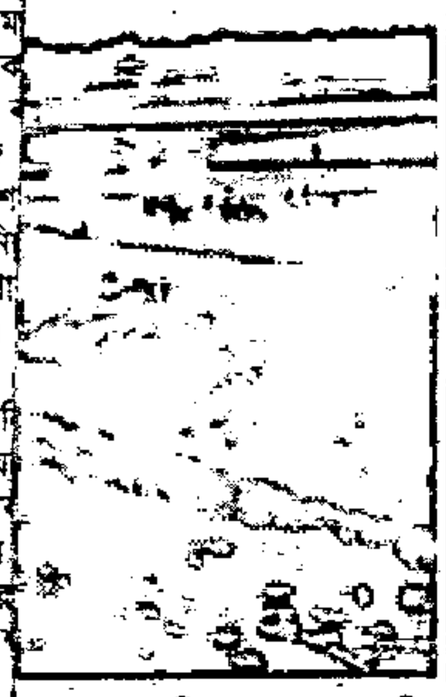

আদালত

...য় দারোগ...

...ন কারাদণ...

যাচ্ছিল। এ সময় কয়েকজ
গতিরোধ করলে পার্শ্ব
ওয়ার্কশপের মনির রোকস
করে। তখন সে তার নিজে
বলে জানায়। সন্ধ্যায় মনির
কোতোয়ালি থানায় দিয়ে অ
থানা হাজতে রাখার পর কো
ওসি সহকারী দারোগা
দায়িত্ব দেয় রোকসানাকে
কাছে পৌছে দেয়ার জন্য।
যাওয়ার উপদেশ দেয়া সত্ত্বে
এম ভি সাগর- ১১ লঞ্চের
রোকসানাকে নিয়ে যায়। ঐ
সাত্তার রোকসানাকে ধর্ষণ
সেপ্টেম্বর দাউদকান্দি পৌ
থানা পুলিশের কাছে সাত
কথা প্রকাশ করে। ১৭ই
ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। ২
রোকসানার বক্তব্যকে এ
গণ্য করা হয়। পরে অডি
জন্য মামলাটি দাউদকান্দি
বদলি করা হয়। বরিশাল